[illegible]

[[illegible] - bengali - البنغالية]

[illegible]

[illegible] :

[illegible]. [illegible]

1432 -2011

IslamHouse.com

نكاح التحليل

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذيرأحمد

مراجعة: الدكتور محمد منظور إلهي

1432 - 2011

IslamHouse.com

হিল্লা বিয়ে
ভূমিকা:
হিল্লা: উপায়, গতি, ব্যবস্থা, আশ্রয় ও অবলম্বন বিভিন্ন অর্থে আভিধানিকভাবে ব্যবহার হয়। পরিভাষায় হিল্লা বলা হয়: ‘কোন স্বামীর তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে স্ত্রীকে তালাক দেবে, যেন সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়, সে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে’। এ বিয়ে বাতিল ও অশুদ্ধ, এর ফলে নারী তিন তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল হয় না। ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এর উদাহরণ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, তখন স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যায়, যতক্ষণ না স্ত্রী সে ব্যতীত অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। যেমন আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, যেরূপ এসেছে তার নবীর সুন্নতে এবং যার উপর সকল উম্মতের ঐক্যমত। যখন কোন ব্যক্তি এ নারীকে তালাক দেয়ার নিয়তে বিয়ে করে, যেন সে তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়, তখন এ বিয়ে হারাম ও বাতিল বলে গন্য। এভাবে বিয়ে করার পর তাকে রাখুক বা আলাদা করুক, অথবা আকদের সময় শর্ত করুক বা তার আগে শর্ত করুক, অথবা শাব্দিক কোন শর্ত ছাড়া উভয়ের মধ্যে শুধু প্রস্তাব আকারে ছিল, আর পুরুষ ও নারীর অবস্থা এবং মোহর ছিল শর্তের ন্যায়, অথবা এসব কিছুই ছিল না বরং পুরুষ ইচ্ছা করছে তাকে বিয়ে করবে, অতঃপর তাকে তালাক দেবে যেন তিন তালাকদাতার জন্য সে হালাল হয়, নারী ও তার অভিভাবকের সম্পূর্ণ অজান্তে, তিন তালাকদাতা জানুক বা না জানুক, সর্বাবস্থায় এ তালাক বাতিল হবে। যদিও হিল্লাকারী এ ধারণা করে যে, এটা একটা ভাল কাজ এবং তাকে তার স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দিলে তাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ হবে, কারণ তালাকের কারণে তাদের নিজেদের, তাদের সন্তানের ও তাদের দাম্পত্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বিসহ হয়েছে ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিয়ের কোন মূল্য নেই, এটা বিয়ে হিসেবে গণ্য হয় না, এ বিয়ের ফলে তিন তালাকদাতার তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তাকে চুক্তি, প্রতারণা ও লুকোচুরি ব্যতীত আগ্রহসহ বিয়ে করে, সহবাসে লিপ্ত হয়ে একে অপরের সাথে মেলামেশা করে, অতঃপর যখন তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয় মৃত্যুর কারণে, অথবা তালাক বা খোলা’ করার কারণে, তখনই শুধু প্রথম স্বামীর জন্য এ নারীকে বিয়ে করা বৈধ। আর যদি এ হিল্লাকারী তাকে তালাক না দিয়ে স্থায়ীভাবে রাখতে চায়, তাহলে নতুনভাবে আকদের মাধ্যমে বিয়ে করা জরুরী, কারণ পূর্বের আকদ ছিল বাতিল ও ফাসেদ, তা দ্বারা এ স্ত্রীর সাথে অবস্থান করা বৈধ নয়। এটাই কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য। এটাই সাহাবায়ে কেরাম, সকল তাবেয়ি ও তাদের পরবর্তী আলেমদের অভিমত।

এতে সন্দেহ নেই, হিল্লা একটি গর্হিত, নিন্দিত ও বিকৃত রুচির কাজ, কিন্তু মূর্খ সমাজ ও বক ধার্মিক লোকেরা শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত এটাকে ইসলামের বিধান জেনে তালাক প্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে হিল্লার ন্যায় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে চলছে, যার ফলে বিতর্কিত বরং কলুষিত হচ্ছে ইসলামের সুন্দর বিধান ও মহান আদর্শ। আর শত্রুরা এটাকে তাদের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে, কুরআন ও ইসলামের কুৎসা রটনার ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখছে না, এটাকে তারা ফতোয়া হিসেবে প্রচার

2

করে, ফতোয়া নিষিদ্ধের দাবিও তুলছে। তাই এ বিষয়ে ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদিস এবং ইসলামি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফতোয়ার নিরিখে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। আশা করছি এর থেকে সব শ্রেণীর লোকেরাই বিশেষভাবে অবহিত ও উপকৃত হবেন। প্রথমে পাঠকবর্গের সামনে হিল্লা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক হাদিস, অতঃপর বিশিষ্ট আলেমদের ছয়টি ফতোয়া, অতঃপর তালাক সংক্রান্ত দু'টি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিল্লা থেকে নিষেধ করেছেন। এটা কতক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই লানত করেছেন হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়ের উপর। আবার কতক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের উপর লানত করেছেন, আবার কতক হাদিসে তিনি হিল্লাকারীকে ভাড়া করা পাঠার সাথে তুলনা করেছেন। এ আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু, আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু, আলি রাদিআল্লাহু আনহু, ইব্ন আমের রাদিআল্লাহু আনহু, উমায়ের রাদিআল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদিআল্লাহু প্রমুখ থেকে বর্ণিত স্বতন্ত্র ছয়টি হাদিস, অতঃপর তাবেয়ি ও তাদের পরবর্তী মনীষীদের বাণী উল্লেখ করছি:

এক. ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ".قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে লানত করেছেন।" ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এ হাদিসটি হাসান সহিহ। তিনি আরো বলেন: এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, এ হাদিস মোতাবেকই আহলে ইলমদের আমল, ওমর ইব্ন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু, ইব্ন আফ্ফান রাদিআল্লাহু আনহু ও ইব্ন আমর রাদিআল্লাহু আনহু প্রমূখ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবাদের পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কেরাম তথা তাবেয়িগণও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ, ইব্নুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ, শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ইব্ন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ও ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখদেরও অনুরূপ অভিমত। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: জারুদ ইব্ন 'মুআজ'-কে ইমাম 'ওয়াকি' থেকে বর্ণনা করতে শোনেছি, তিনিও অনুরূপ বলেছেন, তিনি বলেছেন: এ হাদিসের ফলে যুক্তিবাদীদের কথা বাইরে নিক্ষেপ করা উচিত। 'জারুদ' বলেন: 'ওয়াকি' বলেছেন: আর সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে হিল্লা করার নিয়তে বিয়ে করে, অতঃপর তাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছেই রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার জন্য তাকে রাখা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না তাকে নতুন করে বিয়ে করে"।

সূত্র: জামে তিরমিজি: (পৃ .৪২৫), হাদিস নং: (১০৩৪), প্রকাশক: দারু ইহ্‌ইয়াউত তুরাসিল আরাবি, বইরুত। এ হাদিসটি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে আরো বর্ণনা করেন ইমাম আহমদ: (৪২৮৩), (৪২৮৪), (৪৪০৩), নাসায়ি ফি সুনানিল কুবরা: (৩/৩২৫) আবি শায়বাহ: (৭/২৯২), দারামি: (২২৫), বায়হাকি: (৭/৩৩৯) প্রমুখগণ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: " لَعَنَ رسولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "

[illegible]

[illegible]:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ".

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: " لا، إلا نْكَاحُ رَغْبَةٌ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ".هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

[illegible]

[illegible]:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " هُوَ الْمُحِلِلُّ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.

[illegible]

তিনি বললেন : “হিল্লাকারী ”, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন ”। হাকেম বলেন , এ হাদিসের সনদ সহিহ , কিন্তু বুখারি ও মুসলিম তা উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার সমর্থন করেছেন। আল -মুসতাদরাক লিল হাকেম : (পৃ .১০২৮), হাদিস নং : (২৭৩১), মাজাহ : (১৯৩৬), দারাকুতনি : (৩৫৭৬), বায়হাকি : (৭/৩৩৯), হাদিস নং : (১৪১৮৭), ইব্নুল জাওজি ফিল ইলালিল মুতানাহিয়াহ : (২/৬৪৬)

পাঁচ . ইব্ন উবায়েদ নিজ পিতা -যিনি ছিলেন একজন সাহাবি - থেকে বর্ণনা করেন :

عن عبيد بن عميرقال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

“হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় এবং যে সকল পুরুষরা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে ও যে সকল নারীরা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে তাদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন ” ইব্ন কানে ফি “মুজামিস সাহাবাহ ” : (২/২২৯), এ সনদটি দুর্বল , দেখুন : “তালখিস ” : (৩/৩৭৩) ইব্ন হাজার আসকালানি রহ.।

ছয়. মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "

আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় , উভয়কে লানত করেছেন” ইব্ন মাজাহ : (১৯৩৪), ইব্ন হাজার তার “তালখিস ” : (৩/৩৭২) গ্রন্থ ও বুআইসিরি তার “জাওয়ায়েদ ” : (২/১১২) গ্রন্থে এ সনদটি দুর্বল বলেছেন।

এ ছাড়াও এ হাদিসটি আরো বিভিন্ন সূত্রে অনেকে বর্ণনা করেছেন , ইব্ন মাজাহ : (১৯৩৫) আউন রা. সূত্রে , বায়হাকি তার সুনানুল কুবরা : (১৪১৮৩) গ্রন্থে কাতাদা রা . সূত্রে , ইমাম আহমদ : (৮৪৪), (১২৮) জাবের রা . সূত্রে ইত্যাদি।

হিল্লা হারাম সম্পর্কে সাহাবাদের ঐক্যমত :

তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (إقامة الـدليل على إبطـال التحليل) গ্রন্থে এ বিষয়ে সাহাবাদের ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : ইব্ন জাবের ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেছেন :

والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلّل له إلا رجمتهما .

“হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় , তাদেরকে আমার সামনে পেশ করা হলে আমি উভয়কে প্রস্তরাঘাত করব ”। তার এ বাণী বর্ণনা করেছেন বকর ইব্ন আবি শায়বাহ , আবু ইসহাক জাওজাজানি , হারবুল কারমানি ও আবু বকর আল-আসরম প্রমুখগণ। তার এ বাণী প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত। ‘জায়েদ ’ ইব্ন জাদ থেকে বর্ণিত , তিনি নাফে রহ .-কে বলতে শোনেছেন , এক ব্যক্তি ওমরকে হিল্লাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে , ইব্ন ওমর বলেন :

عرفت ابن الخطاب رضي الله عنه لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه.

“আমি জানি যে , এ ধরনে কোন ঘটনা ইব্ন খাত্তাব দেখলে তিনি তাতে প্রস্তরাঘাত করতেন ” ইব্ন ওহাব জায়েদ সূত্রে এ বাণী বর্ণনা করেন , জায়েদকে অনেকে দুর্বল বলেছেন , তাই এ সনদটি দুর্বল। তবে সে ছাড়াও সূত্রে এ বাণী বর্ণিত হয়েছে। সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার থেকে বর্ণিত ,

رفع إلى عثمـان رضي الله عنه رجل تـزوج امـرأة ليحلها لزوجها ففـرق بينهما وقـال لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة.

[illegible]

أن رجلا أتى عثمـان فقـال إن جـاري طلق امرأته في غضـبه ولقي شـدة فـأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان لا تنكحها إلا نكاح رغبة.

[illegible]

إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ندما وكان له جـار فـأراد أن يحلل بينهما بغـير علمهما فسـأل عن ذلك عثمان فقال له عثمان إلا نكاح رغبة غير مدالسة.

[illegible]

لعن الله المحلل والمحلل له.

[illegible]

لعن الله المحلل والمحلل له.

[illegible]

لعن الله المحلل والمحلل له والمحللة.

[illegible]

أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم.

[illegible]

لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله سبحانه أنهما أراد أن يحلها له.

[illegible]

عمك عصى الله فأندمه وأطـــاع الشـــيطان فلم يجعل له مخرجا قـــال: أرأيت إن أنا تزوجت من غير علم منه أترجع إليه؟ قال: من يخادع الله يخدعه الله.

[illegible]

أنه قال له رجل إن رجلا من قـومي طلق امرأته ثلاثا فنـدم ونـدمت فـأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصـدقها صـداقا ثم أدخل بها كما يـدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها فقـال له الحسن إتق الله يا فتى ولا تكون مسمار نار لحدود الله.

[illegible]

عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما

[illegible]

وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يـأمرني ولم يعلم فقـال له ابن عمر لا إلا نكـاح رغبة إن أعجبتك أمسـكتها وإن كرهتها فارقتها وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله.

[illegible]

[illegible]

وقـال إبـراهيم النخعي إذا كـان نية أحد الثلاثة الـزوج الأول أو الـزوج الآخر أو المـرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول.

[illegible]

وقال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد .

[illegible]

وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امـرأة ليحلها لزوجها الأول فقـال لا تحل وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسـفيان الثـوري والإمـام أحمد وقال إسماعيل بن سعيد سـألت الإمـام أحمد عن الرجل يـتزوج المـرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقـال هو محلل وإذا أراد بــذلك الإحلال فهو ملعون.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته (يعني ثلاثا) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود .

-(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ)-(البقـرة: من الآية229)ـ إلى قول الله تعالى : -(فَإِنْ طَلَّقَهَا)-(البقرة: من الآية230)ـ أي الثالثة -(إِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِـلُّ لَـهُ مِنْ بَعْـدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجـاً غَيْـرَهُ فَـإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)-(البقرة: من الآية230)

[illegible]

[illegible]

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .

[illegible]

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) . وصححه الألباني في سنن أبو داوود .

[illegible]

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة .

[illegible]

(والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .

[illegible]

امــرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يــأمرني ولم يعلم . قــال : لا ، إلا نكــاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسـول الله صـلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
আমি এক নারীকে তার স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে বিয়ে করেছি, আমাকে সে নির্দেশ দেয়নি এবং আমার নিয়ত সম্পর্কে সে জানেও না।
তিনি বললেন : না, আগ্রহের বিয়ে ব্যতীত হালাল হবে না, যদি তোমার পছন্দ হয় তাকে রেখে দেবে, আর যদি তোমার অপছন্দ হয় তাকে পৃথক করে দেবে। তিনি বললেন : আমরা এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেনা বিবেচনা করতাম। তিনি বলেন : তারা যেনা করতেই থাকবে, যদিও তারা এ অবস্থায় বিশ বছর অতিক্রান্ত করে।
আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يـتزوج المـرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে কোন নারীকে বিয়ে করে, কিন্তু তার অন্তরের নিয়ত হচ্ছে স্ত্রীকে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করা, অথচ নারী তার এ নিয়ত সম্পর্কে জানে না। তিনি বললেন : সে হিল্লাকারী, যদি সে এর দ্বারা হালাল করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে অভিশপ্ত।
অতএব তোমার জন্য বৈধ নয়, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে এ নারীকে বিয়ে করা। এমন করা কবিরা গুনা, এর দ্বারা বিয়ে শুদ্ধ হবে না, বরং যেনা হবে। আল্লাহর নিকট এর থেকে আমরা পানাহ চাই।
শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল -মুনাজ্জিদ
সূত্র :
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islmaqa.com

ফতোয়া : (৪)

হিল্লা বিয়ের নিষেধাজ্ঞার হাদিস ও রিফাআর স্ত্রীর হাদিসের বৈপরিত্ব দূরীকরণ এবং সামঞ্জস্য বিধান।

প্রশ্ন : ইমাম আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله المحلل والمحلَل له".
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন"।
প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে নারীকে যে ব্যক্তি বিয়ে করে, সে হিল্লাকারী। আর যার জন্য হিল্লা করা হয়, সে হচ্ছে প্রথম স্বামী ইব্‌ন আমের রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন :
أن النـبي صـلى الله عليه وسـلم قـال: " ألا أخـبركم بـالتيس المسـتعار؟ قـالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له".
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদের ভাড়া করা পাঠা সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তারা বলল : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল, তিনি বললেন : সে হচ্ছে হিল্লাকারী। হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।
এ দুই হাদিস থেকে আমরা বুঝি শরিআতের দৃষ্টিতে হিল্লা হারাম, কিন্তু এর বিপরীতে সুনান আবু দাউদে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে :

أن النـبي صـلى الله عليه وسـلم سُـئل عن رجل طلق زوجته ثلاثـاً فـتزوجت رجلاً اخر طلقها قبل أن يواقعهـا، فهل يجـوز أن تعـود لزوجها الأول.. فقـالت عائشة رضي الله عنها: فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته أي الزوج الثاني..

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

[illegible] :

رواه البخاري (2639) ومسلم (1433) عَنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَـاءَتْ امْـرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَتْ : كُنْتُ عِنْـدَ رِفَاعَـةَ فَطَلَّقَنِي فَـأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) .

[illegible] : (illegible), [illegible] : (illegible)

[illegible] :

وروى مسـلم (1433) عَنْ عَائِشَـةَ رضي الله عنها قَـالَتْ : طَلَّقَ رَجُـلٌ امْرَأَتَـهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُـلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْـلَ أَنْ يَـدْخُلَ بِهَا ، فَـأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُـئِلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : (لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ) .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) [illegible]

[illegible]

موقع الإسلام سؤال وجواب

www.islmaqa.com

[illegible] : ([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .

“[illegible]” [illegible] : ([illegible])

[illegible] :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) . وصححه الألباني في سنن أبو داود .

[illegible] : “[illegible]” [illegible] : [illegible] : ([illegible])

[illegible]

[illegible]

মাঝে ও তার রবের মাঝে এ বিয়ে শুদ্ধ নয়, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচারকের নিকট এ বিয়ে শুদ্ধ।

অপর একদল আলেম বলেছেন তার নিয়ত কোন প্রভাব ফেলবে না, দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে। মালেকি ও হাম্বলিরা এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রথম অভিমতই বিশুদ্ধ, কারণ তার এ কর্ম মূলত শরিয়তের হারাম জিনিসকে হালাল করার জন্য বাহানা মাত্র, কারণ শরিয়ত তাকে প্রথম স্বামীর নিকট যেতে নিষেধ করেছে, যতক্ষণ না দ্বিতীয় বিয়ে পছন্দ ও স্থায়ীভাবে ঘর-সংসার করার নিয়তে সংগঠিত হয়, সাময়িক বিয়ে যথেষ্ট নয় যার দ্বারা সে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায়, দ্বিতীয়ত তার এ কর্ম দ্বিতীয় স্বামীকে ধোঁকা দেয়া ও তার সাথে প্রতারণা করার শামিল এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রবল আশঙ্কা, কারণ হয়তো সে তার থেকে ছুটতে পারবে না, যতক্ষণ না তার জীবনকে বিষিয়ে দেবে ও তার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, অবশেষে সে তাকে তালাক দেবে অথবা তার সাথে সমঝোতা করবে।

ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "হাসান, নখয়ি ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন: যদি তিনজনের কেউ হিল্লার নিয়ত করে, তাহলে তা হিল্লা বিয়ে। ইব্নুল মুসাইয়্যেব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়। ইবরাহিম নখয়ির শব্দ:

إذا كانت نية أحد الثلاثة : (الزوج الأول ، أو الزوج الثاني ، أو المرأة) أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ، ولا تحل للأول .

যদি তিনজনের কেউ (প্রথম স্বামী অথবা দ্বিতীয় স্বামী অথবা নারী) হিল্লার নিয়ত করে, তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হবে না, আর সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

এর কারণ: নারী যখন পুরুষকে বিয়ে করে, অথচ সে পুরুষের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তাহলে সে আগের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিবাহকারী নয়, বরং সে আল্লাহর আয়াতের সাথে উপহাসকারী ও আল্লাহর বিধানের সাথে তামাশাকারী, সে মূলত পুরুষকে ধোঁকাদানকারী ও তার সাথে প্রতারণাকারী। একা সে যদিও বিচ্ছেদের মালিক নয়, কিন্তু সে বিচ্ছেদের কারণ ঘটানোর ইচ্ছা রাখে, যার দ্বারা তার কার্য সিদ্ধ হয়, যেমন তার থেকে খোলা করার নিয়ত রাখে, তার ব্যাপারে সে উদাসীনতা দেখাবে, তাকে অপছন্দ করবে ও তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে, যা স্বামীকে প্ররোচিত করবে তার সাথে খোলা অথবা তাকে তালাক দেয়ার প্রতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটেও যায়, অতঃপর এর সাথে স্বামীর অবাধ্য হওয়ার ইচ্ছা করা, তার অপছন্দের কাজ করা ও তার পছন্দের কাজ পরিহার করা ইত্যাদি হারাম, সাধারণত এসব বিষয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, অতএব তার এসব কর্ম শরয়ি দৃষ্টিতে প্রকৃত বিচ্ছেদের নিয়ত করার শামিল - যা হারাম। আর যদি সে হারাম কাজ করা বা ওয়াজিব ত্যাগ করার নিয়ত নাও করে, সে তো স্বামীকে চায় না, যার থেকে ধারণা হয় সে তার সাথে আল্লাহর বিধান কায়েম করবে না, উভয়ের বিয়ের উদ্দেশ্যও সফল হবে না, ফলে বিচ্ছেদ অনিবার্য। তাই নারীর নিয়তও দ্বিতীয় বিয়েতে প্রভাব ফেলবে।

আরো এ জন্য যে, বিবাহ এমন এক বন্ধন, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে, যেমন আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, যার উদ্দেশ্য একত্র সংসার করা ও দাম্পত্য জীবন যাপন করা, আর নারী যদি বিবাহের আকদ থেকেই স্বামীর সাথে থাকা অপছন্দ করে এবং তার সাথে বিচ্ছেদ চায়, তাহলে বিবাহ বিশুদ্ধরূপে সংগঠিত হল না, যার দ্বারা বিয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

আরো এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)
"তাহলে তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যে, তারা একে অপরের নিকট ফিরে আসবে, যদি দৃঢ় ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে"। সূরা বাকারা: (২৩০)
একমাত্র সে বিয়েই বৈধ, যেখানে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার প্রবল ধারণা হয়, কিন্তু এ ধরনের নারী আল্লাহর বিধান কায়েম করার ইচ্ছা রাখে না, কারণ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নারাজিই এ ধারণা শেষ করে দেয়, অধিকন্তু নারী বিবাহ দ্বারা স্বামীর সুবিধা ভোগ করে, যেমন পুরুষ নারীর সুবিধা ভোগ করে, আর নারী যেহেতু হালাল হওয়া ও প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার নিয়তে বিয়ে করছে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করার নিয়তে নয়, তাহলে সে মূলত বিবাহ বা স্বামী হিসেবে তাকে ইচ্ছা করেনি। অতএব হিল্লা রহিত করণ ও তার পথ বন্ধ করার বিধান মোতাবেক এ বিয়ে শুদ্ধ হবে না"। "ফাতোয়া আল-কুবরা": (৬/২৯৮)
এসব কারণেই শায়খুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, হাম্বলিদের বৃহৎ একটি জামাতের অভিমত হচ্ছে, নারী যদি হিল্লার ইচ্ছা করে, তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।
"মাতালেবে উলিননুহা" (৫/১২৭) গ্রন্থে আছে: "যার হাতে বিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই, তার নিয়তের কোন মূল্য নেই... অতএব স্ত্রী বা তার অভিভাবকের নিয়তের কোন প্রভাব পড়বে না, কারণ তাদের হাতে বিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই। "ইলামুল মুআক্কিয়িন" গ্রন্থে আছে: এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের বাণী: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ). "তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও?" ইমাম আহমদ বলেন: সে হিল্লার নিয়ত করেছিল, কিন্তু নারীর নিয়তের কোন মূল্য নেই, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (لعن الله المحلل والمحلل له). "হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন"। এখানে নারীর কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের এক দল সাথী বলেছেন, এর দ্বারা স্ত্রী হালাল হবে না, আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত"। আরো দেখুন: "আল-মুগনি": (৭/১৩৯), "কাশশাফুল কিনা": (৫/৯৬), "হাশিয়াতুদ দুসুকি": (২/২৫৮), "ইলামুল মুআক্কিয়িন": (৪/৩৬)
ইব্ন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "নারী যদি হিল্লার নিয়ত করে, অতঃপর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়েতে রাজি হয়? লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য বলে নারীর নিয়তের কোন মূল্য নেই, এর কারণ তার হাতে কিছুই নেই, দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেবে না, যেহেতু সে পছন্দের কারণেই বিয়ে করেছে, অতএব তার ঘারে এর কোন প্রভাব পড়বে না, অনুরূপ নারীর অভিভাবকের নিয়তের বিষয়। এ জন্যই কতক মুফতির বাক্য নীতির মর্যাদা গ্রহণ করেছে,: যেমন যার হাতে বিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই, তার নিয়তের কোন মূল্য নেই। এ হিসেবে নারী ও তার অভিভাবকের নিয়তের কারণে বিয়েতে কোন প্রভাব পড়বে না, কারণ তাদের হাতে বিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই।
কতক আলেম বলেছেন: নারী ও তার অভিভাবকের নিয়ত স্বামীর নিয়ত অনুরূপ। তারা মেনে নিয়েছেন যে, তাদের হাতে বিচ্ছেদের ক্ষমতা নেই, কিন্তু তারা বলেছেন: তাদের সুযোগ রয়েছে, তারা বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা করবে, যেমন স্বামীর উপর বিরুক্তির সৃষ্টি করবে, যেন সে তাকে তালাক দেয়, অথবা তাকে অর্থের প্রলোভন দেখাবে, বিবাহ মূলত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি বন্ধন ও চুক্তি, যদি স্বামীর নিয়ত প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়, তাহলে অবশ্যই নারীর নিয়ত প্রভাব সৃষ্টি করবে।

(إنما الأعمال بالنيات)

: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ) ، ،

موقع الإسلام سؤال وجواب

www.islmaqa.com

(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)
الطلاق: من الآية2 ،

[illegible]

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة/230 ،

[illegible]

[illegible]

الطَّلاقُ مَرَّتَـانِ فَإِمْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ وَلا يَحِـلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُـذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَـإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُـدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَـدَتْ بِـهِ تِلْـكَ حُـدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَـدُوهَا وَمَنْ يَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)ـ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَـإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) سورة البقرة.

[illegible]

আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে। আর এটা আল্লাহর সীমারেখা, তিনি তা এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন, যারা জানে। সূরা বাকারা : (২২৯-২৩০)

এ আয়াত দু'টির তাফসির :

ইব্‌ন কাসির :

ইব্‌ন কাসিরে এর ব্যাখ্যায় বলা হয় : ইসলামের পূর্ব যুগে প্রথা ছিল, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিত আর ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত, ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। স্বামী তাদেরকে তালাক দিত এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিত, পুনরায় তালাক দিত। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, ফলে ইসলাম তালাকের সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু'টি তালাক দিতে পারবে, তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবে না স্বামীর। 'সুনানে আবু দাউদে' এ অধ্যায়ে রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে।
'ইব্‌ন আবি হাতিম' গ্রন্থে রয়েছে : এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে : আমি তোমাকে রাখবও না আবার ছেড়েও দেব না। স্ত্রী বলে : কিভাবে? সে বলে : তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নেব, আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়ে নেব, এরূপ করতেই থাকব। লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারবারে গিয়ে এ দুঃখের কথা বর্ণনা করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐ লোকেরা তালাকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করে এবং শুধরে যায়। তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকল না এবং তাদেরকে বলা হল দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে, এর মধ্যে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারবে, যদি তারা ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দেবে, তাদেরকে ফিরিয়ে নেবে না, যেন তারা নতুনভাবে বিয়ের যোগ্য হয়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেবার ইচ্ছে কর তবে সৎভাবে তালাক দেবে, তাদেরকে কোন হক নষ্ট করবে না, তাদের উপর অত্যাচার করবে না এবং তাদের কোন ক্ষতি করবে না।
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল, এ আয়াতে দুই তালাকের কথা তো বিদ্যমান, কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? তখন তিনি বলেন : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ অর্থাৎ 'সৎভাবে পরিত্যাগ করা'। এটাই তিন তালাক। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় না করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু (ফিদিয়া) প্রদান করত তালাক গ্রহণ করে, তবে তার দেয়া এবং স্বামীর ফিদিয়া নেয়ায় কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, যদি স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বীমার নিকট 'খোলা' তালাক প্রার্থনা করে তবে সে অত্যন্ত পাপী হবে। 'জামেউত তিরমিজি' ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে রয়েছে, যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার উপর বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, অথচ বেহেশতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতেও এসে থাকে। পূর্বাপর আলেমদের একটি বড় জামাত বলেছেন : 'খোলা শুধু ঐ অবস্থায় বৈধ যখন অবাধ্যতা ও নাফরমানি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, সে সময় স্বামী মুক্তিপণ নিয়ে ঐ স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারে, যেমন কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে, এ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় 'খোলা' বৈধ

[illegible]

[illegible] (229-230), [illegible]

[illegible] :

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)ـ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) سورة البقرة.

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {[illegible]} [illegible] : [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] : [illegible] : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {[illegible]} [illegible] ? [illegible] : التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ" {[illegible]} [illegible] : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {[illegible]} [illegible] : {[illegible]} [illegible], وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {[illegible]} [illegible]

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {[illegible]} [illegible] : [illegible]

[illegible] {[illegible]} [illegible] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {[illegible]} [illegible]

“ [illegible] ” [illegible] : [illegible], ([illegible].), [illegible] : [illegible] -[illegible], [illegible] : [illegible], [illegible] -[illegible], [illegible] : [illegible]. [illegible]. [illegible]

[illegible] -[illegible] :

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)ـ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) سورة البقرة.

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ {[illegible]} [illegible] وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {[illegible]} [illegible]

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {[illegible]} [illegible] : [illegible] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ {[illegible]} [illegible] فَلا تَعْتَدُوهَا {[illegible]}

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {[illegible]} [illegible]

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا {[illegible] ([illegible]) [illegible]} [illegible] : [illegible]

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)ـ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(230) سورة البقرة.

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

نَسِيَا حُوتَهُمَا

إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقَ

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلا تَعْتَدُوهَا

فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

[illegible]

[illegible] :

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)ـ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) سورة البقرة.

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ {[illegible]} [illegible] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ {[illegible]} الطَّلاقُ مَرَّتَانِ {[illegible]} [illegible] فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ {[illegible]} [illegible] أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {[illegible]} [illegible]

[illegible] وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {[illegible]} [illegible]

إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {[illegible]} [illegible]

فَإِنْ طَلَّقَهَا {[illegible]} [illegible] ([illegible]) [illegible], فَلا تَحِلُّ لَهُ {[illegible]} من بعد [illegible] حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [illegible]

হালাল হবে না। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত , রিফাআর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে : আমি রিফাআর নিকট ছিলাম, সে আমাকে তিন তালাক দিয়েছে , তারপর আমি রহমান ইব্ন জুবায়েরকে বিয়ে করি , কিন্তু তার যা রয়েছে , তা শুধু কাপড়ের আঁচলের ন্যায় , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শোনে হাসলেন , এবং বললেন : তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে যাও ? না , যেতে পারবে না , যতক্ষণ না তুমি তার সহবাসের স্বাদ গ্রহণ কর এবং সে তোমার সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করে। তখন আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিল , ইব্ন সায়িদ ইব্ন আস দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতির অপেক্ষা করছেন , তিনি আবু বকরকে ডেকে বলেন : আপনি কি শুনছেন না , এ মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিসব কথার উল্লেখ করছে ? وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {আর এটা আল্লাহর সীমারেখা , তিনি তা এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন , যারা জানে। } কুরআন আলেমদের কথা উল্লেখ করেছে , কারণ তারাই আয়াতের বর্ণনা দ্বারা উপকৃত হয়।
“আল ওয়াসিত ফি তাফসিরিল কুরআনিল মাজিদ ”, লেখক : আল-ওয়াহিদি , (মৃ .৪৬৮), প্রকাশক : দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ , দেশ : বউরুত, প্রথম প্রকাশ }

সমাপ্ত